মুজিবনগরে স্বাস্থ্য প্রচারণা ও ব্লাড সুগার চেকিং ক্যাম্পেইন

মুজিবনগরে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে মেডিসিন (ডায়াবেটিস) সংক্রান্ত বিশেষ স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচারণা ও ব্লাড সুগার চেকিং ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির আয়োজনে বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার বিপুল রেমার সভাপতিত্বে এবং অফিসার (হেলথ) মো. আহসানুল হকের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. জীবন মন্ডল।

কর্মসূচিতে সিডিপির স্পন্সর শিশু, তাদের অভিভাবক, মা এবং স্থানীয় কমিউনিটির মোট ১০০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ডায়াবেটিস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জীবনধারা পরিবর্তন সংক্রান্ত পরামর্শ এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ডায়াবেটিস সচেতনতা ও রক্তে গ্লুকোজ পরিমাপ (চেক-আপ) ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়, যেখানে ৮৪ জন স্বল্পমূল্যে চেক-আপ সেবা নেন। ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেন অফিসার (হেলথ) মো. আহসানুল হক।

এছাড়াও বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প আয়োজন করা হয়, যেখানে ৩৪ জন রোগী চিকিৎসা, চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য নির্দেশনা গ্রহণ করেন। এই সেবা প্রদান করেন ডা. জীবন মন্ডল।

গুডনেইবার্স বাংলাদেশ জানায়, কমিউনিটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে তারা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি যারা পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) এবং নারী শান্তি সহায়ক দল (ওয়েভ) এর সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতে মুজিবনগর উপজেলায় সম্প্রীতি, জেন্ডার সমতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিএফজি কো-অর্ডিনেটর মো. ওয়াজেদ আলী খান, পিস অ্যাম্বাসেডর ঝরনা খাতুন, আবুল খায়ের বাশার, মুনশী মো. মোকাদ্দেস হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সাবদার আলী, ওয়েভের সমন্বয়কারী রোকসানা পারভিনসহ অন্যান্য সদস্যরা।
প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এস. এম. রাজু জবেদ এবং আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মো. খোরশেদ আলম। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান এবং যুব সমন্বয়কারী মো. রিয়াজ শেখ।

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিতর্কিত ভিডিও কলের অশ্লীল কথোপকথন

ও অঙ্গভঙ্গের দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে বিদ্যালয় ক্যাম্পাস। রবিবার সকাল থেকে বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীসহ প্রধান শিক্ষকের ভিডিও কলে অশোভন কথোপকথনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তারা ক্ষুব্ধ। তারা বলেন, একজন শিক্ষক যদি এভাবে শিক্ষার্থীর সাথে অশ্লীলতায় জড়ান, তাহলে আমরা কীভাবে নিরাপদে স্কুলে পড়াশোনা করব? স্থায়ী বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার হুঁশিয়ারিও দেন তারা।

অভিভাবকেরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের পরিবেশ বেশ ভালো ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক এই ঘটনায় তারা চরম আতঙ্কে সন্তানদের পাঠাচ্ছেন। তাদের বক্তব্য—অভিভাবকের পরেই শিক্ষকের স্থান। সেখানে কোনো শিক্ষক যদি নিজের অবস্থান ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে, তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা আর কোথায়?

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের এমন ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডে তারা বিব্রত ও ক্ষুব্ধ। শিক্ষকরা বলেন, এ ধরনের অনৈতিক ঘটনার বিচার হওয়া জরুরি, যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং অন্যরা ভবিষ্যতে এমন নিন্দনীয় কাজে জড়ানোর সাহস না পায়।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোখলেসুর রহমান জানান, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরই প্রধান শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, স্থায়ী বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চলমান। আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত দ্রুতই জানানো হবে।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম বলেন, ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর সভাপতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত শেষে তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে।

মুজিবনগরে মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রচারণা

“ভালো প্রতিবেশী বিশ্বের জন্য ভালো পরিবর্তন”, সুস্থ মন সুস্থ ভবিষ্যৎ, তুমি গুরুত্বপূর্ণ, তোমার মানসিক স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ এই স্লোগানে মুজিবনগরে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির আয়োজনে উপজেলার ভবেরপাড়া সেন্ট জেভিয়ার জুনিয়র হাই স্কুলের হলরুমে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এই প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির প্রজেক্ট ম্যানেজার বিপুল রেমার নেতৃত্বে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রচারণার লক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালি শেষে বিদ্যালয়ের হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির প্রজেক্ট ম্যানেজার বিপুল রেমার সভাপতিত্বে প্রচারণা অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ডা. মেহেদী হাসান সুইট।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহুরুল ইসলাম, সেন্ট জেভিয়ার জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিস্টার মালতি মালো, আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমীর প্রধান শিক্ষক মাহমুদুল হাসান, আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শরিফুল ইসলাম, জয়পুর তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজিজুল ইসলাম, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুরের প্রধান শিক্ষক এস.এম. আব্দুস সালাম।

গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির প্রোগ্রাম অফিসার এনটন ফলিয়ারের সঞ্চালনায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে তুলে ধরেন মানসিক স্বাস্থ্য কী, মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকলে আমরা কী

করতে পারি, কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন ঝুঁকির লক্ষণ, নীরবতা কেবল কষ্ট বাড়ায় নীরবতা ভেঙে কী করতে হবে, মন খারাপ থাকলে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে, অভিভাবকের করণীয়, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় কারা দায়িত্ব নেবেন, সহপাঠীদের করণীয়সহ আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রচারণার মাঝে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে গান, নৃত্য এবং নাটক পরিবেশিত হয়।

মেহেরপুরে ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের মাসিক সাহিত্য বাসর

মেহেরপুরের অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের উদ্যোগে মাসিক সাহিত্য বাসর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে মেহেরপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এ সাহিত্য বাসরে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব অ্যাড. এম. আনোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার, সহ-সভাপতি রফিকুল আলম এবং সহ-সভাপতি নুরুল আহমেদ।

সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সায়েদুর রহমান সাজু, শিক্ষক ও কবি মো. আনিছুর রহমান, নির্বাহী কমিটির সদস্য নিলুফার বানু, মো. শাহজাহান ও সমাজকর্মী দিলারা পারভীন প্রমুখ।

সাহিত্য বাসরে কবিতা পাঠ করেন কবি রফিকুল আলম, ম. গোলাম মোস্তফা, মেহের আমজাদ, এস. এম. এ. মান্নান, আবুল হাসেম, রফিকুল ইসলাম, ডা. মহিবুল ইসলামসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে কবি, লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে মিলনায়তন মুখরিত হয়ে ওঠে।

মেহেরপুরে শীতার্তদের মাঝে এনসিপির কম্বল বিতরণ

মেহেরপুরে শীতার্ত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তীব্র শীতের কনকনে ঠান্ডায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে এনসিপির উদ্যোগে গতকাল শনিবার এ কম্বল বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এনসিপির মেহেরপুর জেলার যুগ্ম-সমন্বয়কারী আরিফ খানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কম্বল বিতরণ করেন দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মেহেরপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোঃ সাজেদুর রহমান এবং মুজাহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম-সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, মোঃ তামিম ইসলাম, হাসনাত জামান সৈকত, তৌহিদ রবিন, আমির হামজা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ জানান, মানুষের দুঃসময়ে তাদের পাশে থাকা এনসিপির অঙ্গীকার। শীতের এই দুর্দিন কাটানো পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তারা।

মেহেরপুর জেলা এপেক্স ক্লাবের কমিটি গঠন

২০২৬ সালের জন্য মেহেরপুর জেলা এপেক্স ক্লাবের জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে বার্ষিক সাধারণ সভায় এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা এপেক্স ক্লাবের যৌথ আয়োজনে বার্ষিক এজিএম অনুষ্ঠিত হয়।

জুলফিকার আলী ভুট্টোর সভাপতিত্বে এবং বর্তমান সভাপতি রফিকুল আলম বকুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুব চান্দু, এপেক্স বাংলাদেশের জাতীয় কমিটির ন্যাশনাল এক্সটেনশন ডিরেক্টর এপেক্সিয়ান শাহনাজ পারভীন সেতু এবং চুয়াডাঙ্গা এপেক্স ক্লাবের সভাপতি অ্যাডভোকেট বদরুদ্দীন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গেস্ট অব অনার এপেক্স ক্লাব ডিস্ট্রিক্ট-০৬ এর ডিজি অ্যাডভোকেট আমির হামজা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন বলেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা ভালো কাজ করতে হলে নিজেকে ভালো হতে হবে। পরিবার থেকেই ভালো কাজের উদাহরণ তৈরি করতে হবে। সমাজে কম সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আমাদের অনেক দিয়েছে এখন আমাদেরই সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কাজ করতে হবে।

তিনি এপেক্সের তিনটি মূলমন্ত্র সার্ভিস, সিটিজেনশিপ ও ফেলোশিপ স্মরণ করে এপেক্সিয়ানদের সমাজ উন্নয়নে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর পার্থেনিয়াম গাছের অপকারিতা তুলে ধরে এ গাছ নির্মূলে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

আলোচনা শেষে দ্বিতীয় পর্বে ডিনার মিটিং, ডিরেক্টর রিপোর্ট, ক্লাব স্কুলিং ও ক্লাব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে এপেক্স

ক্লাব অব মেহেরপুরের ২০২৬ সালের জন্য সভাপতি হিসেবে বিশিষ্ট সংগঠক জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তরুণ সংগঠক নাফিউল ইসলাম নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ১১ সদস্যের নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

গাংনীতে বিএনপির প্রার্থী আমজাদ হোসেনের গণমিছিল

মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেনের ধানের শীষের পক্ষে এক বিরাট গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাঁশবাড়িয়া থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে গাংনী বাজার এলাকায় এসে শেষ হয়।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী অংশজুড়ে এ গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গণমিছিলে নেতৃত্ব দেন বিএনপির দলীয় প্রার্থী, সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মোরাদ আলী, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মতিয়ার রহমান মোল্লাহ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান খোকন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, গাংনী পৌর বিএনপির নেতা খাইরুল আলম কালাম, বিএনপি নেতা মামুন, সাবেক ছাত্রনেতা ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, মটমুড়া ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি সোহেল রানা, মহিবুল ইসলাম, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সুলেরি আলভী, সাবেক ছাত্রনেতা নুরুজ্জামান হাকা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক

সভাপতি নাজমুল হুসাইন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন আহমেদ, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারাসহ স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা খণ্ড খণ্ড মিছিলকে ঘিরে পুরো এলাকায় সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ মিছিলে যোগ দেন। পুরুষ ভোটারের পাশাপাশি নারীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, মাথার ওপর উড়তে থাকা ধানের শীষের প্রতীক সব মিলিয়ে মহাসড়কজুড়ে তৈরি হয় নির্বাচনী উচ্ছ্বাস।

মিছিল চলাকালে আমজাদ হোসেন সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়ে অভিবাদন জানান। নেতাকর্মীদের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। মিছিলে অংশ নেওয়া অনেক নারী ভোটার বলেন, পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে তারা ধানের শীষকে সমর্থন করছেন। দিনভর আয়োজনে অংশ নেওয়া কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে গণমিছিলটি পরিণত হয় এক বিশাল শো অফ স্ট্রেংথে।

যেকোনো মূল্যে জুলাই সনদ এবং গণভোট আদায় করতে হবে

বাংলাদেশ ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম (সাদ্দাম) বলেছেন, আগামী নির্বাচনে ফ্রী ফেয়ার ইলেকশন না হলে জুলাইয়ের বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না। যেকোনো মূল্যে জুলাই সনদ এবং গণভোট এই সরকারের আমলে ছাত্র-জনতার পক্ষে আদায় করতে হবে। একটি পক্ষ মনে করে আমরা ক্ষমতায় চলে গেছি এবং কিছু প্রশাসনের লোকজন তাদেরকে সহযোগিতা করছে বলে মনে হচ্ছে। ইসলামী ছাত্রশিবির যেকোনো মূল্যে জুলাই বিপ্লবের ধারক এবং বাহক হিসেবে কাজ করে যাবে।